গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত "টাস্কফোর্স"এর ৪৩তম সভার কার্যবিবরণী

স্থান ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ঃ-১৩ আগস্ট ২০১৫
সময় ঃ- ১০.০০ ঘটিকায়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম ভিকারুন নেছা এর সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুতে সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছাসহ কুশল বিনিময় করেন। অতঃপর সভাপতি অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (এডিডি), আইন অধিশাখায় কর্মরত জনাব মোঃ একরামুল হককে বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও ধারাবাহিকভাবে আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন। এডিডি আইন অধিশাখা ধারাবাহিকভাবে আলোচ্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। সভার ১ম পর্যায়ে ডিএই সংশ্লিষ্ট বিষয় ও ২য় পর্যায়ে বিএডিসিসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ ঃ

ক্র	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	**গত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ** গত সভার কার্য-বিবরণীতে কোন সংশোধনী পাওয়া যায় নাই।	গত সভার কার্যবিবরণীতে সংশোধনী না থাকায় উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।	আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়
২	**(ক) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ (সিপিএলএ-৪৬/১০ হতে)।** সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ১৩.২১ একর জমির মধ্যে ৩.৫১ একর জমি নিয়ে উক্ত মামলা। সংশ্লিষ্ট ডিডি জানান যে, সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ নং মোকদ্দমা ২৯নং কোর্টে বিচারাধীন আছে। কজলিষ্টে আসে নাই। এ প্রসঙ্গে আইন অধিশাখার এডিডি জানান যে, বিজ্ঞ এর্টনী জেনারেলের সাথে আগাম শুনানীর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সোবহানবাগ ও রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির লীজ মানি পরিশোধ করে একসনা বন্দোবস্ত নেয়া হয়েছে। **(খ) বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১১/০৮ নং মামলা (মামলা নং-২২/৯০ হতে) ঃ** ডিডি হর্টিকালচার জানান যে, মামলার সিডি না পাওয়ায় ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। মামলার পরবর্তী তারিখ ২৪/০৮/১৫। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। **(গ) সিভিল আপীল-১/১২ নং মোকদ্দমা ।** প্রতিপক্ষ নিম্ন আদালতে সিভিল রিভিশন পিটিশন নং-১৬/১৫ দায়ের করেছে। ১৭৩/০৯ নং মোকদ্দমায় নিম্ন আদালতে নিষেধাজ্ঞা মোকদ্দমা দায়ের করেছে।	(ক) মামলার আগাম শুনানীর ব্যবস্থা দ্রুত করতে হবে। (খ) দুদকের মামলার বিষয়ে বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল এর সাথে পরামর্শ করতে হবে। (গ) দায়েরকৃত মোকদ্দমা দুটির দ্রুত জবাব দাখিল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।	ডিডি, সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টার/ডিডি (লিসাসা) ডিএই/ পরিচালক, হর্টিকালচার উইং।
৩	**রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার সম্পর্কিত দেঃ মোকঃ -১০৯৫/১২ ঃ** রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার সম্পর্কিত যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১০৯৫/১২ সম্পর্কে নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, রাজালাখ জানান, এ মোকদ্দমার পরবর্তী তারিখ-২৫/১০/১৫। তিনি আরো জানান যে, সাভার কোর্টের-৩৩৬/০৭ মোকদ্দমাটি সহঃ জজ, দোহার কোর্টে-১২৯/১৪ নং স্থানান্তরিত হয়ে বাদীপক্ষের তদবিরের অভাবে খারিজ হলেও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-১৩/০৮/২০১৫।	(ক) সত্ত্বর জমির দাখিলার কপিসহ জবাব দিতে হবে। (খ) আইকিউএসডি'র পিডি অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করবেন নতুবা পরবর্তী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জনাব হাবিবুর রহমান এজিপি এর সাথে কথা বলতে হবে। ফোন-০১৭১১১৭৬৩০৯।	নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, রাজালাখ/ হর্টিঃ সেন্টার/ আইন কোষ, ডিএই/পিডি, আইকিউ-এসডি/ আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়
৪	**(ক) বগুড়া কৃষি অফিসের জমির সিভিল আপীল মো নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১।** বগুড়াস্থ সূত্রাপুর মৌজার ০৩টি দাগে ০.৬২ একর জমি ১৯৫৭ সালে অধিগ্রহণ করায় ১৯৬১ সালে গেজেট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ০১টি দাগে ৩৫ শতক জমিতে সদর উপজেলা কৃষি অফিস অবস্থিত। ওয়ারিশগণ হতে ক্রয়সুত্রে মালিকানার দাবিতে জনৈক আলমগীর মামলা দায়ের করেন। অপর ০২টি দাগের ক্ষতিপুরণ না পাওয়ার কারন দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে জনৈক ব্যক্তি মোকাদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায় ও ডিক্রী হয়। একই গ্রাউন্ডে এ মোকদ্দমার ইতোপুর্বের সকল রায় সরকারের বিপক্ষে ঘোষিত হয়। বর্তমানে উক্ত সিভিল আপীল মামলা শুনানীর অপেক্ষায় আছে। এ বিষয়ে আইন অধিশাখার এডিডি জানান যে, বিজ্ঞ এর্টনী জেনারেলের সাথে আলোচনা হয়েছে। ডিটিও বগুড়া জানান যে, আগাম শুনানীর জন্য অর্থ জমা দেয়া হয়েছে। ১২১৬ নং দাগের ৭.৮৭৫ শতক জমি সংক্রান্ত দেঃ মোঃ নং-	(ক) আগামী সভার পূর্বে মোকদ্দমা ফিক্স করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	ডিডি, বগুড়া, ডিএই/ডিডি (লিসাসা), ডিএই/ আইন অধিশাখা

	১৮৪/১৪ দায়ের হয়েছে, মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০২/০৯/২০১৫ এবং ১২১০ নং দাগের ৫ শতকের জন্য দেওয়ানী মোকঃ ১৮৫/১৪ দায়ের করা হয়েছে, উক্ত মামলার শুনানীর তারিখ-২৭/০৯/১৫ ।		
	(খ) বগুড়া হর্টিকালচার সেন্টার সংক্রান্ত ঃ ডিটিও, বগুড়া জানান যে, হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত ৬৬/৯৯ মোকদ্দমা খারিজ হওয়ার পরে দায়েরকৃত ১ম আপীলের নম্বর ২৫৫/১৫ পাওয়া গেছে । **(গ) বগুড়া টুইন গোডাউন সংক্রান্ত ঃ** বগুড়া টুইন গোডাউনের বিষয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত বগুড়ায় ৪০৬/১২ নং দেঃ মোকাদ্দমা চলমান আছে । মামলার জবাব ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে এবং মামলাটির পরবর্তী ইস্যু গঠনের তারিখ ০৬/১০/১৫ ।	(খ) পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে । (গ) (১) ডিএই, টুইন গোডাউনের জমি ব্যবহারের ব্যবস্থা নিবে । (২) বগুড়াস্থ ডিএই'র অন্যান্য জমি সংক্রান্ত সেটেলমেন্ট ও দেওয়ানী মামলা বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে ।	ডিডি, বগুড়া/ডিডি(লিসাসা) ডিএই ।
৫	**নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার ঃ** ডিডি, নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার সভায় জানান যে, রিট পিটিশন নং-২৭৬৬/১৪ মামলাটি পূর্বের অবস্থায় আছে । তিনি আরো জানান, গাজীপুর জেলায় যুগ্ন জেলা জজ ২য় আদালতে রানা আওয়ান কর্তৃক দায়েরকৃত ২৩৭/২০১৪ নং মোকদ্দমার পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০২/০৯/১৫ ।	(১) ২৭৬৬/১৪ পিটিশনের জবাব দেয়া হয়েছে। এখনো রায় পাওয়া যায়নি । (২) ২৩৭/১৪ মোকদ্দমাটি নিয়মিত তদারক করতে হবে ।	ডিডি, নুরবাগ হর্টিঃ সেন্টার/পরিচালক, হর্টিকালচার উইং,ডিএই ।
৬	**গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের জমি ঃ** গাজীপুর জেলার ৬২/১৯৬৪ মোকদ্দমার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১.০১ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ নামজারী করে নিয়েছেন । বন বিভাগের বিট অফিসার উক্ত জমিসহ ৩৯.৪০ একর জমির নামজারী ও জমা খারিজ বাতিলের জন্য এসি (ল্যান্ড) গাজীপুর সদর অফিসে ১০৩/১৩ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছেন । কৃষি মন্ত্রণালয়কে পক্ষভূক্ত করা হয়েছে । এ সম্পর্কিত জালিয়াতি রায় বাতিলের জন্য বন বিভাগ ১২৩১/১২ নং মামলা দায়ের করেছে । এছাড়াও ১১৫/১৫ মামলা ও বেষ্টওয়ে গ্রুপ ১১৯/১৫ মামলা এডিসি (রাজস্ব), গাজীপুরে দায়ের করা হয়েছে । বন বিভাগ উক্ত জমির স্বত্ব ঘোষনার জন্য যুগ্ন-জেলা জজ ২য় আদালত দেওয়ানী মোঃ ২২১/১৪ দায়ের করেছে । এ মামলায় কৃষি মন্ত্রণালয় পক্ষভূক্ত হয়েছে বলে সভায় জানানো হয় । আইন অধিশাখার এডিডি জানান যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অনাপত্তি পত্র পাওয়া গিয়েছে ।	(ক) এসএম হাফিজ উল্যাহর মিউটেশন বাতিলের জন্য ১০৩/১২ নং মোকদ্দমার তদারক অব্যাহত রাখতে হবে । (খ) ভূমি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা করতে হবে ।	ডিডি, নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার/ পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, ডিএই/ আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়
৭	**যাত্রাবাড়ীর জমি, মোকদ্দমা নং-১৮৮/১১ সংক্রান্ত ।** (ক) এলএ কেস নং-২৫/৫৭-৫৮ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ১.৪৪৭৬ একর সম্পত্তি ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ডিএই'র দখলে ছিল । সরকারী আইনজীবি যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় মামলাটি পরিচালনার জন্য প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তী এসডিএর তারিখ-২৫/০৮/১৫ । উক্ত জমির বিষয়ে ৪র্থ যুগ্ন জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত নং-৫৯১/১৩ । সরকারী উকিল নেই । এডিডি আইন অধিশাখা জানান যে, ঢাকা জেলা জজ আদালতে বিচারাধীন সকল মোকদ্দমার তথ্যাদি কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো প্রয়োজন ।	(ক) বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে নাম জারী মামলার তদারকী বাড়াতে হবে । (খ) প্রতিটি মোকদ্দমা ডিএই পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন করে ব্যবস্থা নিবে । (গ) জেলা জজ আদালত ঢাকার সমস্ত মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (আইনজীবীর নামসহ) কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে ।	ডিডি(লিসাসা)/ পিপিউইং, ডিএই ।
	(খ) সিটি জরীপ সংশোধনের মামলা মেট্রো কৃষি অফিসার জানান যে, বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে সহকারী কমিশনার(ভূমি) অফিসে দায়েরকৃত ৭টি মামলার মধ্যে ১টি রায়ে জানিয়েছেন যে, জেলা জজ আদালতের মোকদ্দমা একই বিষয়ে বিচারাধীন । কেস নিষ্পত্তি না করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পাঠিয়েছেন । জনৈক খোরশেদ আলম জমির মালিকানার দাবীতে যুগ্ন-জেলা জজ আদালতে ৪৬৬/১৩ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন । মামলার জবাব দেয়া হয়েছে ।	পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে ।	
৮ ।	**ধোলাইপাড় বীজাগারের জমি, মোকদ্দমা নং-১৩৪৭/১২ ।** ধোলাইপাড় বীজাগারের ০.০৮ একর জমিতে ডিএই'র বীজাগার অবস্থিত । জমির পার্শ্বে দোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় দখলীয় স্বত্বে জমির মালিকানা দাবী করে ৭ম সহকারী জজ আদালতের টিএস নং-২২৭/১০ মামলাটি প্রত্যাহারের পর ১৩৪৭/১২ নং মামলা দায়ের করেছে । কৃষি মন্ত্রণালয় পক্ষভূক্ত হয়েছে । বাদীর আবেদনের ফলে মোকদ্দমাটি অন্য কোর্টে স্থানান্তরিত । সিটি জরীপে বীজাগারটি অন্য দাগে রেকর্ড হওয়ায় তা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষ ৪র্থ যুগ্ন-জজ আদালতে ৮৪৩/১১ মামলা দায়ের করেছে । সিটি জরীপ রেকর্ডের ওয়ার্কিং ভলিউম তল্লাশী করে দেখা যায় যে, ৬২০ দাগের জমি প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩০	(ক) মামলা ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তদারকী অব্যাহত রাখতে হবে । (খ) ৩০ বিধিতে দায়েরকৃত আপত্তির নকল তুলতে হবে ।	মেট্রো পলিটন কৃষি অফিসার, তেজগাঁও/ডিডি(লিসাসা)/ আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয় ।

	বিধি মোতাবেক ২৪৫ নং আপত্তি দায়েরের মাধ্যমে ডিএই'র নামে রেকর্ড করা হয়েছে। এ বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় হতে পত্র দেয়া হয়েছে ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরে। এডিডি আইন অধিশাখা জানান যে, দ্রুত বর্ণিত আপত্তির জাবেদা নকল সংগ্রহ করা প্রয়োজন।		
৯	**ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা ও কায়েতপাড়া মৌজার জমি ঃ** দেইল্লা মৌজায় ০.২৫ শতক এবং কয়েতপাড়ায় ০.২০ শতক জমি রয়েছে। সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। মেট্রোপলিটান কৃষি অফিসার জানান, কায়েত পাড়ার জমির কিছু অংশে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে এবং কিছু অংশ বেদখল আছে। জনৈক সুরাইয়া ফেরদৌস রৌশন আক্তার গং দেইল্লার জমির মোকদ্দমা নং ৩৪২/১৪, ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দায়ের করেছে। পরবর্তী তারিখ-১৯/০৮/১৫। দেইল্লার জমির সামনের দিকে ব্যক্তি মালিকানার জমি অধিগ্রহনের বিষয়ে প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু জায়গাটি ডোবা প্রকৃতির হওয়ায় অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমি কমপক্ষে ৪০ ফুট প্রস্থ হওয়া প্রয়োজন বলে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়। সংশ্লিষ্ট মেট্রো পলিটন কৃষি অফিসার জানান, উক্ত জমির ভিতরে প্রবেশে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধা প্রদান করেছেন এবং বৃক্ষ তছরূপ করেছে।	(ক) কায়েত পাড়া মৌজার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের উদ্যোগ নিতে হবে। (খ) জমি অধিগ্রহনের সংশোধিত প্রস্তাব জরুরী ভিত্তিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) বৃক্ষ তসরুপের কারণে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।	মেট্রো কৃষি অফিসার, তেজগাঁও/ ডিজি, ডিএই
১০	<u>মুন্সীগঞ্জ ডিএই'র জমি সংক্রান্ত যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৬০৮/১৪ (দেঃ মোকঃ ২২/০৭ হতে উদ্ভুত) ঃ</u> মুন্সীগঞ্জ শহরে ডিএইর ৮শতক জমি নিয়ে মুন্সীগঞ্জ বার সমিতির সাথে মোকাদ্দমার সরকার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান চলমান রয়েছে। গনপূর্ত বিভাগের নামে কিভাবে রেকর্ড হয়েছে, এ বিষয়ে খোঁজ নেয়া যেতে পারে। আরো দুইজন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য বাকী আছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-১৫/১০/২০১৫।	(ক) চলমান সাক্ষী প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। (খ) কোন ডকুমেন্টের ভিত্তিতে ডিএই এর নামে আরএস রেকর্ড হয়েছে তার তথ্য গনপূর্ত অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই মুন্সীগঞ্জ/ (লিসাসা), ডিএই, আইন অধিশাখা কৃষি মন্ত্রনালয়
১১	<u>আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টার ঃ</u> (ক) ১৯৫২ সন হতে এ জমি কৃষি বাগান হিসেবে ডিএই'র দখলে থাকলেও আরএস ও সিটি জরিপ রেকর্ড গৃহ গবেষণা কেন্দ্রের নামে আছে। প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে হস্তান্তরের জন্য ডি.ও লেটার গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নিমিত্তে খসড়া প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে এডিডি আইন শাখা বলেন ডিও লেটার দেয়া সঠিক হবে কিনা, তা আইনজীবির সাথে আলোচনার পরামর্শ দেন। (খ) ফলবীথির জমির সিটি জরীপ রেকর্ড কার নামে তা সংগ্রহ করবেন। অন্যের নামে থাকলে নামজারী ও জমা খারিজ করা প্রয়োজন।	(ক) জমি হস্তান্তরের জন্য গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয়কে ডি.ও লেটারের বিষযে আইনজীবির সাথে আলোচনা করতে হবে। (খ) ফলবীথির সিটি জরীপ খতিয়ান সংগ্রহ করতে হবে।	পরিচালক, হর্টিকালচার উইং/ হর্টিকালচারিষ্ট, আসাদগেট/ আইন অধিশাখা
১২	**মোহাম্মদপুর কৃষি অফিসে জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা নং-৬২৪/১২ ১ম সহকারী জজ আদালত ঃ** মোহাম্মদপুর মেট্রোপলিটান কৃষি অফিসের সরাই জাফরাবাদ মৌজাস্থ ৮ শতক জমি আফসার সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ক্রয় করেছে মর্মে সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করা হয়েছে। সরকার পক্ষে ঘোষণামূলক ডিক্রীর জন্য ১ম সহকারী জজ আদালত, ঢাকায় উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ- ২০/০৮/১৫। বিপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে ৮৭৮/১৩ নং মামলার কারণে নাম জারীর জন্য এসি (ল্যান্ড) ধানমন্ডি অফিসে দায়েরকৃত মিস মোকদ্দমা নং-১৫৬/১৩ এর কার্যক্রম স্থগিত হয়েছে।	(ক) মোকদ্দমাটির বিষয়ে তদারক অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অফিস সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) মূল মোকদ্দমার শুনানী ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, মোহাম্মদপুর/ ডিডি(লিসাসা) ডিএই, ঢাকা
১৩	<u>গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ</u> ডিডি, গাইবান্ধা জানান যে, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ২৬.৭৯ একর জমি বিএস জরীপে ডিএই'র নামে রেকর্ড হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২২.৪ একরের জন্য ৩১ বিধি মোতাবেক ৯৪টি আপীল বিচারধীন আছে । সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হয়েছে বলে জানান।	(ক) দখল উদ্ধারের জন্য ডিএই টিম গঠন করবে। (খ) জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা ও ইউএনও গোবিন্দগঞ্জ'র সাথে আলোচনা করে দখল উদ্ধারের ব্যবস্থা, হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাব প্রেরণ এবং ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, গোবিন্দগঞ্জ/ ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা/ অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রংপুর/ডিজি, ডিএই

১৪	**ময়মনসিংহ টাউন মৌজার জমির মোকদ্দমা নং-৩৬/১৪ ঃ** ময়মনসিংহ টাউন মৌজার অফিস কাম বাসভবন নির্মানের জন্য অধিগ্রহণকৃত সিএস ২৩৮১ ও ২৩৮৪ দাগের ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৫২ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেছে। অতিরিক্ত পরিচালক, ময়মনসিংহ এর প্রতিনিধি জানান যে, ০.৫২ একর জমির মধ্যে ০.৩২ একর জমি ব্যক্তির নামে ও ০.১৫৬৮ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। ০.৯২ একর জমির রেকর্ড ও গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। ০.৫২ একর জমির মালিকানা সংক্রান্তে যুগ্ম-জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহে ৩৬/১৪ নং মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, যার জবাব দেয়া হয়েছে । ইস্যু গঠিত হয়েছে।	(ক) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা এবং জেলা প্রশাসকের নামের রেকর্ডকৃত জমি বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) খালি জায়গায় গাছ লাগাতে হবে। (গ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট পিটিশন দায়ের করতে হবে।	ডিডি/অতিঃ পরিচালক, ডিএই ময়মনসিংহ
১৫	**উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দি'র জমির মোকদ্দমা নং-৪১০০/০৫ ঃ** দাউদকান্দি উপজেলা ডিএই'র ৩০শতক জমি বেদখল আছে এবং ১৭৮০/১৫ সিপি মোকদ্দমা দায়ের করেছে। কৃষি অফিসারের প্রতিনিধি জানান যে, পেন্নাই মৌজার জমি'র বিষয়ে ১৫১১৪/১২ নং মোকদ্দমা সেটেলমেন্ট কোর্টে জনৈক মনসুর গং দায়ের করেছেন। তিনি আরো জানান, গৌরীপুর বীজাগারের জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ১৩/৪/১৫ তারিখে তদন্ত হয়েছে। তদন্তের মিস কেস নং-৮৪/১৫ ও ৮৫/১৫। তদানিন্তন পাট সম্প্রসারণের জমি নামজারী করা প্রয়োজন। ডিডি, ডিএই কুমিল্লা এবং উপাজেলা কৃষি কর্মকর্তা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা সভায় উপস্থিত না থাকার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সিআর মোকদ্দমার রায় এখনো পাননি বলে সভায় জানানো হয়। তবে অন্যান্য ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান জনৈক ব্যক্তি সিএমপি-১২৩৫/১৪ দায়ের করেছে।	(ক) ৩০ শতক জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) পেন্নাই মৌজার সীড স্টোরের ০.০৩২৫ একর জমির মালিকানা উদ্ধারের জন্য জোনাল সেটেলমেন্ট কোর্টে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	ডিডি কুমিল্লা /ডিডি (লিসাসা), ডিএই।
১৬	**লক্ষীপুর সদর উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** ডিডি, লক্ষীপুর সদর জানান যে, ইজারার মেয়াদ শেষ হলেও বিবাদীগণ দালানের একটি কক্ষ অদ্যাবধি ব্যবসায়ী সমিতির দখলে আছে। তিনি আরো জানান যে, দখলমুক্ত করার জন্য লিখিত দেয়া হচ্ছে। ৯৪/১৩ সংশ্লিষ্ট জমি নিয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের হয়েছে, যার পরবর্তী তারিখ-০৬/০৯/২০১৫। চুরি, ভাংচুর ও জবর দখল সংক্রান্ত ১২৫/১৩ নং মোদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। ফৌজদারী আপীল-৮/১৫ দায়ের করা হয়েছে, শুনানী আগামী ২৭/০৮/১৫। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তালা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	(ক) জেলা পরিষদের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট এর সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তালা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, লক্ষীপুর/ ডিডি (লিসাসা)
১৭	**বেগমগঞ্জ এটিআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** বেগমগঞ্জ এটিআই এর জন্য ৫১.১৯ একর জমি বিনা সেলামী বিনা ভাড়ায় ১৯৭৭-৭৮ সালে ভূমি মন্ত্রণালয় হস্তান্তর করে কিন্তু মিউটেশন না করায় জেলা প্রশাসকের নামে হাল রেকর্ড হয়েছে। জমির নামজারি অথবা বন্দোবস্তের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে জেলা প্রশাসক প্রস্তাব করেছেন। আইন অধিশাখার এডিডি জানান, অদ্য শুনানীর দিন ভূমি মন্ত্রণালয়ে ধার্য্য আছে।	ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সিদ্ধান্ত জানানোর পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/আইন অধিশাখা
১৮	**নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** কৃষি অফিসারের প্রতিনিধি জানান যে, এল এ কেস এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ডিএই'র জমি ০১ নং খতিয়ানে হস্তান্তরের নামজারী কেস বাতিল করা প্রয়োজন হলে এখনো সংশ্লিষ্ট এসি (ল্যান্ড) তা করেননি। রীট করেছে বণিক সমিতি।	০১ নং খতিয়ানে হস্তান্তরের মিস কেস বাতিলের ব্যবস্থা নিতে হবে। রীটের কপি মন্ত্রণালয়ে দিবেন। এ বিষয়ে ডিএই এসি (ল্যান্ড) অফিসে পত্র দিবে।	ইউএও, বেগমগঞ্জ /ডিডি, নোয়াখালী
১৯	**নোয়াখালী হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত ঃ** ডিডি, নোয়াখালী হর্টিকালচার সেন্টার জানান যে, এয়ার স্ট্রীপের ১৫.৬৬ একর জমি জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী ১নং খাস খতিয়ানে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। ভূমির চারিদিকে ৭০৬০ ফুটের মধ্যে ২৬০০ ফুট ডাউন্ডারী দেয়াল দেয়া হয়েছে। স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি বাউন্ডারী ওয়াল না দেয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করেছে এবং ডিডি-কে লাঞ্ছিত করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে তিনি সুধারামপুর থানায় এজাহার করেছেন। বিষয়টি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করা একান্ত প্রয়োজন। নামজারীর জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়কে কপি নিতে হবে এবং পত্র দিতে হবে।	(ক) জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মত রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) ডিএই'র কমিটি তদন্ত করে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।	হর্টিকালচারিষ্ট, নোয়াখালী/ আইনঅধিশাখা/প্রকল্প পরিচালক
২০	**নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের বীজাগারের মোকদ্দমা নং-৭৩/০৯, সহঃ জজ আদালত কোম্পানীগঞ্জ ঃ** কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউপি'র বীজাগারের জমি জনৈক মৌলভী সিদ্দিকুর রহমান, চেয়ারম্যান-রামপুর ইউনিয়ন, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী এর দলিল বাতিলের জন্য কোম্পানীগঞ্জ সহকারী জজ আদালতে ৭৩/০৯ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। ডিএই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে এবং এ বিষয়ে ডিএই প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।	(ক) ডিএইর মাধ্যমে জমির প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) জজ কোর্টের শুনানীতে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। (গ) এলএ কেস খুজে বের করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী/ ডিডি (লিসাসা), ডিএই, ঢাকা

২১	<u>ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টার, টাংগাইল এর জমি সংক্রান্ত ঃ</u> টাংগাইল ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৫.৯৯ একর জমির বিপরীতে ৫.১৩ একর জমির দখল আছে। অবশিষ্ট জমি কারা কি অবস্থায় বেদখল করেছে তা জানা এবং কোন সংস্থাকে কতটুকু জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার ডকুমেন্ট প্রয়োজন। ১.২০ একর জমির অবৈধ দখলদারের দখলে। উপ-পরিচালক, টাঙ্গাইল জানান যে, জমি অতিরিক্ত বরাদ্দ করায় ডিএই এর জমি কম হচ্ছে। এ বিষয়ে জানানো হয় যে, কোন সংস্থাকে কতটুকু জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা জানা প্রয়োজন।	জেলা প্রশাসক, টাংগাইল-কে বিষয়টি সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বরাদ্দ সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।	ডিডি/ডিসি টাংগাইল এবং ডিডি (লিসাসা)।
২২	<u>চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ</u> (ক) সংশ্লিষ্ট এমএও জানান যে, পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমি, যা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এসএ এবং বিআরএস (বিএস) রেকর্ড আছে। কিন্তু জমি বেদখলে রয়েছে। জামিলউদ্দিন গং এর নামে মিউটেশনকৃত ৭.০৪ একর জমির নাম জারী বাতিলের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, চট্টগ্রাম এ ৮৪/১৫ দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। যার পরবর্তী তারিখ-০১/০২/২০১৬। (খ) কৃষি অফিসার রাউজান জানান যে, রাউজানের ০.৩০ একর জমির নামজারী করা হলেও প্রতিপক্ষ আপীল দায়ের করেছে। (গ) ইউএও বাঁশখালী জানান যে, মামলা নং-৭৩/১৫	(ক) মামলাটি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। (খ) ডিএই'র ডিডি (লিগ্যাল এন্ড সাপোর্ট সার্ভিস) মামলাসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।	ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম
২৩	<u>এটিআই সিলেট এর জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা নং-৩/১২ঃ</u> কৃষি বিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমি-৩.১৫ একর এর মধ্যে হাসপাতাল নিয়েছে-২.০০ একর। বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত-১২২/১৩ মামলাটি ডিডি,ডিএই সিলেট কর্তৃক পরিচালনা করা প্রয়োজন। তিনি জানান যে, যে কোন একজন পক্ষভূক্ত থাকলেই যথেষ্ঠ। তবে প্রদুন চন্দ্র নাথ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাটি খারিজ হয়েছে, টিএস-৩/১৫ পুনর্জীবিত হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনে অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমির ক্ষতিপূরণ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্য।	(ক) মোকদ্দমার শুনানী ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) জবাবের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, সিলেট/ ডিডি, ডিএই, সিলেট/ (লিঃ-সাঃসা), ডিএই, ঢাকা।
২৪	<u>এটিআই, শেরপুর এর জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা নং-৩০৪/০৭ঃ</u> ১৭ শতক জমির ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমা নং-৪১১/১২। ৩০৪/০৭ মোকদ্দমার তারিখ আগামী ২৩/১১/১৫। অধ্যক্ষ জানান যে, অধিগ্রহনকৃত জমির পরিমান ৪২.১৯ একর। তবে ১০% ক্ষতিপুরন অর্থ এখনো দেয়া হয়নি এবং মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়নি। ৪২.১৯ একর জমি অধিগ্রহনের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। নতুন করে তথ্য ভূমি মন্ত্রণালয় চেয়েছে বলে জানান। জেলা প্রশাসককে পত্র দিয়েছেন বলে জানান। ১৩.৬৮ একরের গেজেট প্রকাশের জন্য কমিশনারের বরাবর পত্র দিয়েছেন বলে জানান।	(ক) জমির মালিকানার তথ্য সংগ্রহ করে যথাশীঘ্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) নোটিশ ও দখল হস্তান্তরের কপি সংগ্রহ করবেন। ১০% ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান এবং গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, শেরপুর
২৫	<u>কাপাসিয়ার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমি সংক্রান্ত ঃ</u> কাপাসিয়া উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের উপক্রম হওয়ায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সহকারী জজ ৩য় আদালতে নং-১৬/১৪ নং নিষেধাজ্ঞা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। মামলার ২৭/০৭/১৫ তারিখ শুনানী হয়েছে। আদেশ পেয়েছেন বলে জানান। ০২/০৯/১৫ তারিখে আবার শুনানী হবে। ইউএনও কাপাসিয়া জানিয়েছেন যে, ১টি কক্ষ ক্ষতি হওয়ায় তা তৈরী করে দেয়া হবে।	একটি কক্ষ ব্যতীত জমি দখল করেছে কিনা তা আগামী সভায় ইউএও জানাবেন।	ডিডি, ডিএই গাজীপুর/ডিডি(লিসাসা)।
২৬	<u>কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার বিভিন্ন মামলা সংক্রান্ত ঃ</u> কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ জেলার জমির বিষয়ে পূর্বের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানতে চাওয়া হয়। ইউএও জানান যে, এডিএম সিদ্ধান্ত দিবেন। এফএ-১৩৬/০৮ মামলায় ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ দায়ের সংক্রান্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৪/১০/১৪ তারিখের ৫৮৬নং পত্রের মর্মানুযায়ী মতামতের জন্য সলিসিটর উইং হতে নথি এটর্নী জেনারেল এর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ১১টি রেকর্ড সংশোধনী মামলা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমা নং-১৬০০৮/১৪, ৫১৭৫/১৫, ৫১৮১/১৫, ৫১৮৩/১৫, ৫১৮৪/১৫, ৫১৮৫/১৫, ৫১৮৭/১৫, ৮১৩০/১৫, ৮১৩১/১৫, ৮১৩৪/১৫ এবং ৮১৮৬/১৫ অন্য প্রকার।	(ক) সিপিএলএ দায়েরের সর্বশেষ অবস্থা মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। (খ) বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল এর সাক্ষাৎ করে উল্লিখিত মামলার মতামত নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) দায়েরকৃত মামলা পরিচালনার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে। (ঘ) এল এ শাখার ডকুমেন্ট দ্রুত বের করতে হবে।।	ইউএও কটিয়াদি/ ডিডি, ডিএই, কিশোরগঞ্জ।

২৭	**ফরিদপুর পাট সম্প্রসারনের ১০ শতক জমির সিপিএলএ মোকদ্দমা নং-১৩৬৮/১৪ ঃ** উক্ত জমি নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সাথে সভা হয়েছে। মোকদ্দমাটি মোকাবেলার জন্য বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগের অনুমতি পাওয়া গেছে। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ১১/১৫ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, মামলার শুনানীর তারিখ আগামী ২৮/০৮/১৫। ১১/১৫ মোকদ্দমার ডকুমেন্ট প্রয়োজন।	এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১১/১৫ মোকদ্দমার ডকুমেন্ট পাঠাতে হবে মন্ত্রণালয়ে।	ইউএও, ফরিদপুর সদর/ ডিডি (লিসাসা/প্রঃ), ডিএই, ঢাকা
২৮	**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) এডিডি, খুলনা জানান যে, খুলনা ডিডি অফিসের জমি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত হওয়ায় তা ডিএই'র নামে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে এডিডি আইন অধিশাখা জানান যে, জেলা প্রশাসক, খুলনা এর মাধ্যমে প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের করা যেতে পারে।	(ক) ডিএই'র অনুকুলে জমি হস্তান্তরের জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনা এর মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, খুলনা/ডিডি (লিসাসা), ডিএই। হর্টিকালচার উইং, ডিএই।
	(খ) গুলশান হর্টিকালচার সেন্টার পরিদর্শন করা প্রয়োজন। হস্তান্তরের প্রস্তাব দিয়েছেন বলে জানান।	(খ) গুলশান হর্টিঃ সেন্টারের জমির বিষয়ে জমিটি পরিদর্শন করে সম্ভব্যতা যাচাইসাপেক্ষে গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালযকে ডি,ও পত্র দিতে হবে	
২৯	**বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর জমি সংক্রান্ত ঃ** বিএমডিএ'র প্রতিনিধি সভায় জানান যে, তাদের কিছু জমি মে মাসে বেদখল হয়েছে, এর মধ্যে ভোলাহাটের একটি জমি রয়েছে এবং এ বিষয়ে বন্টননামা মামলা দায়ের করেছেন জনৈক ব্যক্তি। মামলা নং-৭৭/২০১৪, ।	বিএমডিএ'র নিকট হতে একটি জমির তথ্য পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট বেহাত-বেদখল জমির তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিএমডিএ
৩০	**সাভার বাটা বাজারসহ অন্যান্য জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) বিএডিসির প্রয়োজনে সাভার টাট্টি মৌজার ৩৩ শত জমি অধিগ্রহণ করা হয়। জমিটির এসএ রেকর্ডীয় মালিক যুগলদাসী সাহা। বিবাদী ৪জন (২পুত্র ও স্বামী-স্ত্রী)। বিবাদি ১৯৭৮ সালে ক্রয়সূত্রে মালিকানা দাবী করে জানান তারা এলএ কেসের নোটিশ/ক্ষতিপূরণ পাননি। তবে ক্রেতাগণের মধ্যে ১ব্যক্তি নোটিশ পেয়েছেন। এ বিষয়ে দায়েরকৃত সিআর-৪৬৭৩/০৪ মামলায় সরকারের বিপক্ষে আদেশ হলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ৩নং কোর্টে সিপিএলএ-১০৪০/১৩ দায়ের করা হয়। (খ) যুগ্ম-পরিচালক (উদ্যান) কাশিমপুর জানান, ১৯৮২-৮৩ সালের মূল্যহার তালিকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। এডিসি (এলএ) এর সাথে কথা বলা প্রয়োজন। গেজেট প্রকাশের কার্যক্রম চলমান আছে। সভায় জানানো হয় যে, কোনাবাড়ি দখলে আছে, আশুলিয়ার কিছু জমি স্থানীয় স্কুল/পার্কের দখলে এবং গনকবাড়ী জমির কিছু অংশ জনৈক ব্যক্তির বাগানবাড়ী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।	(ক) মোকদ্দমাটি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। (গ) গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।	বিএডিসির/আইন বিভাগ ও মহা ব্যবস্থাপক (উদ্যান)।
৩১	**বিএডিসির গাবতলীসহ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার জমি ঃ** গাবতলীস্থ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার মোট জমির পরিমাণ-১১৭.০৮ একর। এরমধ্যে ১৫.৯৭ একর জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তি ১.৫০ একর জমি সিটি জরিপে রেকর্ড করে নিয়েছে। সিঃসহঃ পরিচালক, বিএডিসি এর প্রতিনিধি জানান, সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা করা হয়েছে। সিটি জরীপের অবশিষ্ট খতিয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে নামজারীর জন্য এসি (ল্যান্ড) অফিসে মামলা দায়ের করতে হবে। ৪৯৬/১২ মামলার পরবর্তী তারিখ ৩১/০৮/১৫। আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১৭.০৮ একর জমির সর্বশেষ অফিসিয়াল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে সীমানা নির্ধারণ করতঃ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।	(ক) এসি (ল্যান্ড) অফিসে দায়েরকৃত বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে রেকর্ড সংশোধনের মামলাটি যথাযথভাবে তদারক করতে হবে। (খ) আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সীমানা নির্ধারণ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে।	খামার বিভাগ, বিএডিসি/ আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩২	**বিএডিসি সাভার মৌজাস্থ সার গোডাউনের জমির মালিকানা সংক্রান্ত মোকদ্দমা** বিএডিসি সাভার মৌজাস্থ সার গোডাউনের ৩৩ শতক জমি ১০৪/৬৫-৬৬ নং এলএ কেসের মাধ্যমে অধিগ্রহন করা হয়। আরএস রেকর্ডে বিএডিসির নামে ২৩ শতক রেকর্ড হয়েছে। ১০ শতক জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্ম-জেলা জজ, ২য় আদালত, ঢাকায় ৫৯৪/১৪ নং মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-১৭/০৮/১৫। আগামী সভার পূর্বে জবাব প্রেরণ করতে হবে। সেটেলমেন্ট জরীপে রেকর্ড করাতে হবে। ভাড়াটিয়া নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ২৪৭/১৩ মামলা দায়ের করেছে। মামলার জবাব তৈরী করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-২৩/০৮/১৫। আরবিট্রেশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	(ক) মোকদ্দমা তদারকি অব্যহত রাখতে হবে। (খ) জবাবের কপি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রয়োজনে আরবিট্রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।	যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা

৩৩	**বিএডিসির গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ** বিএডিসির সার গোডাউন নির্মানের জন্য ২০/৬৪-৬৫ নং এলএ কেসের মধ্যেমে গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজায় ০.৬৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। বর্তমানে উক্ত জমির দখল উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, গাজীপুরে-২৩৯/১৪ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী জবাব দাখিলের তারিখ-১০/৯/১৫	০.৬৬ একর জমির মালিকানা দখল উদ্ধারের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।	যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা
৩৪	**বিএডিসির মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ** মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার বিএডিসির ০.৩৩ একর জমির বিষয়ে জেলা প্রশাসক-কে পত্র দেয়া এবং সার বিভাগের জমির তালিকার বিষয়ে বিএডিসি'র নিকট জানতে চাইলে এখনো মামলা হয়নি বলে বিএডিসির প্রতিনিধি অবহিত করেন। তবে আগামী সপ্তাহে মোকদ্দমা দায়ের হবে বলে জানান। বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বিএডিসি'র হাতছাড়া জমির তথ্যাদি অনুসন্ধান করার বিষয়ে বিএডিসি এবং সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিএডিসির প্রতিনিধি জানান যে, ছেড়ে দেয়া জমির তথ্য প্রেরণের জন্য অঞ্চলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার আরএস মালিকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা প্রয়োজন।	(ক) সার বিভাগ কর্তৃক ছেড়ে দেয়া জমির তালিকা সংগ্রহ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ জেলার জমির রেকর্ড সংশোধনের মোকদ্দমা দ্রুত দায়ের করতে হবে।	যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা
৩৫	**নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বিএডিসির জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) বিএডিসির সার গোডাউনের জন্য বিএডিসির সিদ্ধিরগঞ্জ থানার আটি ও আজিপুর মৌজায় ২৭/৭৮-৭৯ নং এল এ কেসের মাধ্যমে ৯.০৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। বিএডিসি অবশিষ্ট ১০% ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা দিবে। সহঃ পরিচালক (সার) মুন্সীগঞ্জ জানান, দায়েকৃত মোকদ্দমায় নিষেধাজ্ঞা না থাকায় বিষয়টি জেলা প্রশাসকের সাথে সুরাহা হতে পারে। দায়েরকৃত ৪৭৯৭/০৫ মোকদ্দমা ৬ নং কোর্টে বিচারাধীন আছে। কজ লিষ্টে এর আইটেম নং-৩৭৯।	(ক) ১০% ক্ষতিপূরনের প্রাক্কলন সংগ্রহ করতে হবে। (খ) রীট-৪৭৯৭/৫ মামলাটি কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (গ) কৃষি মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জকে প্রাক্কলনের জন্য তাগিদ দিতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/সার), বিএডিসি, ঢাকা/ আইন শাখা, বিএডিসি
৩৬	**বিএডিসি (সার) মুন্সিগঞ্জ জেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** বিএডিসির সার গোডাউন তৈরীর জন্য নবাবগঞ্জ উপজেলায় এলএ কেস নং-১৯/৬৭-৬৮ মাধ্যমে বড়সংসবাদ মৌজার সিএস খতিয়ান-১৭, দাগ-১০০ এর ০.১৬৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এলএ কেস ১৭/৬৭-৬৮ এ দোহার উপজেলার জয়পাড়া মৌজার বিএস ১০৮০ দাগের পশ্চিমাংশের ০.১৬৫ এবং নবাবগঞ্জ উপজেলার উল্লেখিত ০.১৬৫ একর জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়েরের পক্ষে মতামত দেন।	(ঘ) এল এ কেসের নকশা জমা দিতে হবে। (ঙ) মুন্সীগঞ্জের জমির বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	
৩৭	**গৌরনদী ও কাউনিয়া, বরিশাল জেলায় বিএডিসির এসএও কোয়ার্টারের জমি ঃ** (ক) গৌরনদীর জমি বর্তমানে একটি সরকারী কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বিএডিসির প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। বিএডিসি প্রতিনিধি জানান যে, ডিসি অফিস নোটিশ দিয়েছে। কলেজকে পত্র দেয়া হয়েছে। জমিটি ৪৬/৬৬-৬৭ এলএ কেসমুলে অধিগ্রহণকৃত বিএডিসি'র নামে নাম খারিজ আছে। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য আইন অধিশাখার স্বারক নং-৪০৯, তারিখ-০৩/১১/১৪ মোতাবেক জেলা প্রশাসক, বরিশাল-কে পত্র দেয়া হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এখনো জমি ফেরৎ দেয়নি। (খ) কাউনিয়া মৌজার জমির মিউটেশনের শুনানী ৩০/১১/১৪ তারিখে হয়েছে। এছাড়াও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। কাউনিয়ার জমির দখল উদ্ধারের জন্য বিএডিসি পত্র দিয়েছে। জনৈক ব্যক্তি পূর্বমালিকের নিকট থেকে ক্রয় করে মোকদ্দমা করেছেন। ১.৯৪ একর জমিতে মাদ্রাসা তৈরী করেছে। গেজেটকে চ্যালেঞ্জ করে রীট পিটিশন দায়ের করেছে জনৈক ব্যক্তি।	(ক) কাউনিয়া মৌজার জমি মিউটেশন ও ১.০৩ একর জমি উচ্ছেদের জন্য বিএডিসি পত্র দিবে। মোকদ্দমা পরিচালনা করতে হবে। (খ) ডকুমেন্টসমুহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিএডিসি
৩৮	**দিনাজপুর-নশিপুরস্থ বিজেআরআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** বিজেআরআই কর্তৃক দিনাজপুর-নশিপুর ফার্মের ৫০.০৩ একর জমি ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি উক্ত জমির সকল ডকুমেন্ট আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, নশিপুর, দিনাজপুর-কে এবং বিজেআরআইকে অনুরোধ জানান। বিএডিসির প্রতিনিধি জানান আংশিক জমি এওয়াজ করা হয়েছে।	আগামী সভার পূর্বে বিজেআরআই এবং নশিপুর ফার্মের সম্পূর্ন অধিগ্রহণকৃত জমির অফিসিয়াল ডকুমেন্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	বিজেআরআই/ যুগ্ম-পরিচালক, বিএডিসি, নশিপুর ফার্ম, দিনাজপুর/আইন অধিশাখা

৩৯	**সাতক্ষীরা-বিনেরপোতা ব্রী' অফিসের জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ঃ** পিএসও, সাতক্ষীরা জানান যে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রী), বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা এর জমি হতে অদ্যাবধি অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে বস্তিবাসীদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উচ্ছেদের নোটিশ দেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে। সভাপতি জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরার সাথে কথা বলবেন বলে জানান।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের নিমিত্তে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে অনুরোধ জানাতে হবে।	ব্রী, সাতক্ষীরা/ব্রী গাজীপুর/ আইন অধিশাখা/ সভাপতি, টাস্কফোর্স।
৪০	**বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মোকদ্দমা নং-১১/২০১৩ যুগ্ম-জেলা জজ ১ম আদালত ঃ** (ক) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ডিডি সভাকে জানান, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, দিনাজপুর এর ০.১৬৫ একর জমি বেদখল আছে। মামলার ইস্যু গঠনের তারিখ-০৫/১০/১৫। (খ) ফরিদপুর সদরের ১০ শতক জমির হাল রেকর্ড ব্যক্তিনামে হয়েছে। এ বিষয়ে রেকর্ড সংশোধনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ৮৭/১৩ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছে, মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ-২০/০৯/২০১৫। দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মধুপুর, টাঙ্গাইল এর ০.১৭ একব জমির মধ্যে জেলা প্রশাসকের নামে ০.১০ একর এবং ব্যক্তিনামে ০.০৭ একর জমি রেকর্ড হয়েছে। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর নামে রেকর্ডকৃত ০.১১৫০ একর জমির ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা আগামী তারিখে নিষ্পত্তি হতে পারে। (ঘ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কুষ্টিয়ার জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে জজ কোর্টে মোকদ্দমা নং-২৩০/১৩ দায়ের করা হয়েছে, পরবর্তী শুনানীর তারিখ-১৯/০৮/১৫।	(ক) দ্রুত মামলাসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) ময়মনসিংহ এর মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) মামলা পরিচালনার জন্য টাকা চেয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
৪১	**বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর জমি ঃ** খাগড়াছড়ি জেলার বিনা'র ০.৩৮ একর জমির জন্য রীট পিটিশন নং-২২১২/১২ দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমাটি বর্তমানে ৯৩ নং কজলিষ্টে আছে এবং আংশিক শুনানী চলছে। মোকদ্দমাটি ২৮নং কোর্টে স্থানান্তরিত হয়েছে। অন্য ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ নিয়েছেন বলে জানান। স্থগিত আদেশ প্রদান করেছে।	অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন করে আইনগত পদক্ষেপ নিতে হবে।	ডিজি, বিনা
৪২	**ফরিদপুর জেলার বিজেআরআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** সড়ক বিভাগ কর্তৃক সম-পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করে বিজেআরআই এর সাথে এওয়াজের মাধ্যমে হস্তান্তর করার শর্তে ফরিদপুর বিজেআরআই এর ৩.০০ একর জমি দখল করে নেয়। সর্বশেষ ২.৯৩ একর জমি অধিগ্রহনের নোটিশ করার পর বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বরাবর প্রস্তাব প্রেরিত হলে বিষয়টি না মঞ্জুর হয়। ফলে সড়ক বিভাগ কর্তৃক দখলকৃত জমির এওয়াজ সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে উক্ত জমির মূল্য পরিশোধের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর এবং সড়ক বিভাগে প্রস্তাব পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিজেআরআই ক্ষতিপুরনের টাকা চেয়েছে বলে জানান। বিষয়টি সরকারী উকিলের সাথে আলোচনা করে জানাবে সংশ্লিষ্ট অফিসার।	বিজেআরআই মন্ত্রণালয়ে লেখার পর ক্ষতিপূরণ চেয়ে পত্র প্রেরণ করবে কৃষি মন্ত্রণালয়।	বিজেআরআই/ আইন অধিশাখা
৪৩	**বিবিধ ঃ** (ক) টাস্কফোর্স সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী প্রতিষ্ঠান/সদস্যদের ই-মেইলে প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.moa.gov.bd এর Notice অপশনে সভার নোটিশ দেয়া হয়। (খ) খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান হর্টিকালচার সেন্টারের গোলাবাড়ি অংশের ২২ একর জমি এল.এ কেস নং-২৩-ডি/৭৬-৭৭ এর মাধ্যমে ডিএই'র জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। স্থানীয় জেলা পরিষদ উক্ত হর্টিকালচার সেন্টারটি দখল করে নিয়েছে।	(ক) সকল দপ্তর/ সংস্থাসহ টাস্কফোর্স সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ প্রদত্ত ই-মেইল হতে সভার নোটিশ ও কার্যপত্র এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট লিংক হতে সভার নোটিশ ডাউনলোড করে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান এর ২২ একর জমি উদ্ধারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, টাস্কফোর্স সদস্য/ সহঃ হর্টিকালচারিষ্ট, খেজুরবাগান খাগড়াছড়ি
৪৩	**টাস্কফোর্সের পরবর্তী সভা ঃ** টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি টাস্কফোর্স পরবর্তী সভার তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সভার তারিখ পরবর্তীতে জানানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।	টাস্কফোর্সের পরবর্তী সভা যথাসময়ে জানানো হবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা এবং টাস্কফোর্স সকল সদস্য

সভায় অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(বেগম ভিকারুন নেছা)
অতিরিক্ত সচিব ও সভাপতি, টাস্কফোর্স
কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-১২.০২৮০০৪.০৫.০১.০৩২.২০১২-৬২৯ তারিখ ঃ ০৭/০৯/২০১৫

বিতরণ ঃ

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি/ধান/পাট/পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর/ ঢাকা/ ময়মনসিংহ/ পাবনা
৪। নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বহরমপুর, রাজশাহী
৫। পরিচালক, (প্রশাঃ/সরেজমিন/হর্টিকালচার/উদ্ভিদ সংরক্ষণ/প্রশিক্ষণ/অর্থকরী ফসল উইং খামারবাড়ী, ঢাকা/বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর
৬। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/পার্বত্য চট্টগ্রাম/সিলেট/যশোর/রংপুর/রাজশাহী
৭। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ খাদিমনগর, সিলেট/শেরপুর
৮। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (প্রশাঃ ও পাঃ)/জেলা কার্যালয়, ঢাকা/গাজীপুর/টাংগাইল/বগুড়া/ মুন্সীগঞ্জ/কুমিল্লা/লক্ষীপুর/ফরিদপুর/নোয়াখালী/গাইবান্ধা/চট্টগ্রাম/চুয়াডাঙ্গা/সিলেট/খুলনা/কিশোরগঞ্জ/বরিশাল/পঞ্চগড়/মৌচাক হর্টিকালচার সেন্টার, গাজীপুর//নোয়াখলী হর্টিকালচার সেন্টার, নোয়াখালী।
৯। প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত মান-সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প, খামারবাড়ী, ঢাকা
১০।যুগ্ম-পরিচালক (সার/উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ১৬ গ্রীন রোড, ঢাকা/কাশিমপুর, গাজীপুর/ভিত্তি পাট বীজ উৎপাদন খামার, নশিপুর, দিনাজপুর
১১। যুগ্ম-সচিব (সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা
১২। মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা
১৩। হর্টিকালচারিষ্ট, আদাসগেট হর্টিঃ সেন্টার, ঢাকা/সোবহানবাগ হর্টিঃ সেন্টার, সাভার, ঢাকা/সহকারী হর্টিকালচারিষ্ট, খেজুরবাগান হর্টিঃ সেন্টার, খাগড়াছড়ি।
১৪। অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৫। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর/বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা/কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ/ সদর, মুন্সীগঞ্জ / দাউদকান্দি,কুমিল্লা
১৬। মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ধোলাইপাড় সিও অফিস, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা/মোহাম্মদপুর, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা
১৭। ব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ), সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা
১৮। উপ-সচিব (আইন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা
১৯। সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), গাবতলী বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, বীজ ভবন, গাবতলী, ঢাকা
২০। সহকারী পরিচালক (সার), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ
২১। নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার, সাভার, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুরোধসহ অনুলিপি ঃ

১। বেগম ভিকারুন নেছা, অতিরিক্ত সচিব ও সভাপতি, টাস্কফোর্স, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবলোকনের জন্য
৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/বগুড়া/সাতক্ষীরা/গাইবান্ধা/দিনাজপুর/খুলনা
৪। সচিবের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- সচিব মহোদয়ের সদয় অবলোকনের জন্য
৫। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- কার্যবিবরণীটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন)
৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/সম্প্রসারণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(মোঃ হানিফ উদ্দীন)
উপ-সচিব (আইন)
কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৫৫২৩৭৭